(১) ওমরার নিয়ত ঃ اللهم لبيك عمرةً (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান)।

(২) একত্রে ওমরা এবং হজ্জের নিয়ত ঃ اللهــم لبــيك عمــرةً وحجــاً (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান ওয়া হাজ্জান)।

(৩) শুধু হজ্জের নিয়ত ঃ اللهم لبيك حجاً (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান)।

* জনাব রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং হজ্জের দিনগুলিতে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করলনা আর কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী কাজ করল না, তাহলে সে নবজাত শিশুর মত নিস্পাপ নিস্কলুষ হয়ে হজ্জ থেকে বাড়ী ফিরবে। (বুখারী ও মুসলিম)

* রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন- কবুল হজ্জের বদলা হলো- একমাত্র জান্নাত (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃদ্রঃ- আরাফার দিন এবং মিনায় "আইয়ামে তাশরীফ" অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিনগুলিতে খুব বেশী বেশী যিকির আযকার করা ও দোয়া দরূদ পড়া, কোরআন মাজীদ পাঠ করা, তাকবীর ও তাহলীল বলা সুন্নাত। এমনি ভাবে এই দিনগুলিতে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডাকা, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া, অন্যায় কাজ থেকে বাঁধা দেয়া এবং নিজে বেশী বেশী ভাল কাজ করা উত্তম।

* ওমরার জন্যে এহরাম বাঁধার নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে তাওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার হজ্জের নিয়ত করার পর থেকে জামারা আকাবাতে পাথর মারার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত খুব বেশী বেশী তালবীয়া পাঠ করা উত্তম। তালবীয়া নিম্নরূপ ঃ-

لبَّــيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ ، لبَّيْكَ لا شَرَيْكَ لَكَ لبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكَ وَالْمُلْكَ ، لا شَرَيْكَ لكَ (متفق عليه)

* ( بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ ) "বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে তাওয়াফ শুরু করবে।

* রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝে নিম্নের দোয়া পড়া সুন্নাত।

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

আরাফার ময়দানে পড়ার জন্য সর্বউত্তম দোয়া হলোঃ-

( لا إلَــهَ إلاَّ اللهُ وَحْــدَهْ لا شَرِيْكَ لهْ ، لهْ الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ علَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ )

مطويات الجاليات (٨١/١٥)

# دليل الحاج

( باللغة البنغــالية )

إعداد
قسم الترجمة بالمكتب

# হজ্জ্ব নির্দেশিকা

প্রণয়নে - অনুবাদ বিভাগ
আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
পোঃবক্সঃনং ১৪১৯, রিয়াদ ১১৪৩১
সাউদী আরব

مكتب الدعوة بالسلي
الريــاض – السلي - هــاتف ٢٤١٤٤٨٨ – ٢٤١٠٦١٥ نــاسوخ ٢٤١١٧٣٣
الحساب الموحد بمصرف الراجحي SA ٢٢٨٠٠٠٠٢٩٦٦٠٨٠١٠٠٧٠٥٠٩
السلي
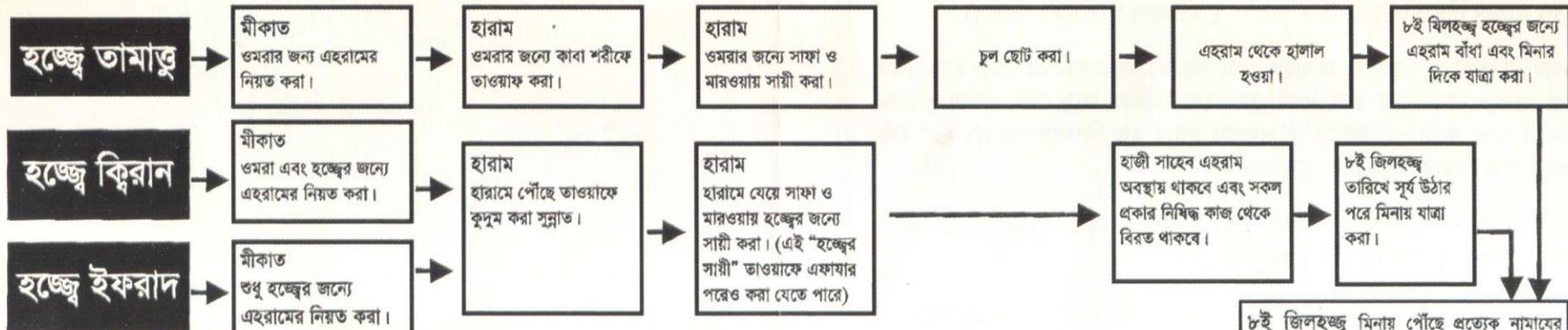
হজ্জ্ব নির্দেশিকা
হজ্জ্বের রুকন সমূহঃ-
(১) এহরাম এর নিয়ত করা (২) আরাফাতে অবস্থান করা,
(৩) তাওয়াফে এফাযা করা, (৪) সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা।
হজ্জ্বের ওয়াজিব সমূহঃ-
(১) মীকাত হতে এহরাম বাঁধা, (২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা, (৩) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা,
(৪) কুরবানীর দিনগুলিতে মিনায় রাত্রি যাপন করা। (৫) জামারাত গুলিতে পাথর নিক্ষেপ করা, (৬) মাথা নেড়া
করা অথবা চুল ছোট করা, (৭) বিদায়ী তাওয়াফ করা, (৮) তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্জ্বকারীদের কুরবানী করা।
হজ্জ্বে তামাত্তু
মীকাত
ওমরার জন্য এহরামের নিয়ত করা।
হারাম
ওমরার জন্যে কাবা শরীফে তাওয়াফ করা।
হারাম
ওমরার জন্যে সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা।
চুল ছোট করা।
এহরাম থেকে হালাল হওয়া।
৮ই যিলহজ্জ্ব হজ্জ্বের জন্যে এহরাম বাঁধা এবং মিনার দিকে যাত্রা করা।
হজ্জ্বে ক্বিরান
মীকাত
ওমরা এবং হজ্জ্বের জন্যে এহরামের নিয়ত করা।
হজ্জ্বে ইফরাদ
মীকাত
শুধু হজ্জ্বের জন্যে এহরামের নিয়ত করা।
হারাম
হারামে পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করা সুন্নাত।
হারাম
হারামে যেয়ে সাফা ও মারওয়ায় হজ্জ্বের জন্যে সায়ী করা। (এই "হজ্জ্বের সায়ী" তাওয়াফে এফাযার পরেও করা যেতে পারে)
হাজী সাহেব এহরাম অবস্থায় থাকবে এবং সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে।
৮ই জিলহজ্জ্ব তারিখে সূর্য উঠার পরে মিনায় যাত্রা করা।
৮ই জিলহজ্জ্ব মিনায় পৌঁছে প্রত্যেক নামাযের নির্ধারিত সময়ে যোহর, আছর ও ঈশার নামায কছর করে পড়তে হবে এবং ৯ই জিলহজ্জ্ব সকালে সূর্য উঠার পরে আরাফার দিকে রওয়ানা হতে হবে।
৯ই জিলহজ্জ্ব আরাফায় পৌঁছে যোহরের সময়ে জমা তাকদিম করে যোহর এবং আছরের নামায কছর করে পড়তে হবে। অতঃপর আরাফা ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর যিকর আযকার ও দু'আ-দরুদ পড়ার কাজে রত থাকবে।
৯ই জিলহজ্জ্ব সুর্যাস্তের পরে "আরাফা ময়দান" ছেড়ে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবে। অতঃপর মুযদালিফায় পৌঁছার পরেই মাগরিব ও ঈশার নামায একসাথে কছর করে পড়বে। মুযদালিফায় রাত্র যাপন করার পরে ১০ই জিলহজ্জ্ব ফজর নামাযের পর পূর্বদিকে ভাল পরিস্কার হয়েগেলে মিনার দিকে রওয়ানা হবে।
বিঃদ্রঃ- * যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ্বের কোন একটি রুকন ছেড়ে দেয়, তাহলে ঐ রুকনটি আদায় না করা পর্যন্ত তার হজ্জ্ব পূর্ণ হবে না।
* যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ্বের কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে একটি দম অর্থৎ একটি বকরী কুরবানী দিতে হবে, তাহলে তার হজ্জ্ব পূর্ণ হয়ে যাবে।
* আর যে ব্যক্তি হজ্জ্বের কোন একটি সুন্নাত ছেড়ে দিল, এজন্য তাকে কিছুই দিতে হবে না।
তামাত্তু হজ্জ্বকারী
ক্বিরান হজ্জ্বকারী
ইফরাদ হজ্জ্বকারী
১০ই যিলহজ্জ্ব
শুধুমাত্র বড় শয়তান কে ৭টি পাথর মারবে।
১০ই যিলহজ্জ্ব
তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্জ্বকারীরা শুধু কুরবানী করবে।
১০ই যিলহজ্জ্ব
মাথা নেড়া করা অথবা চুল ছোট করে কাটা। তবে মাথা নেড়া করা উত্তম।
১০ই যিলহজ্জ্ব
এহরামের কাপড় খুলে ফেলে সিলাই করা অন্য কাপড় পড়া এবং হালাল হওয়া।
১০ই যিলহজ্জ্ব
ক্বাবা শরীফে যেয়ে "তাওয়াফে এফাযা" (হজ্জ্বের তাওয়াফ)
১০ই যিলহজ্জ্ব
যদি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সায়ী না করে থাকে। তাহলে হজ্জ্বের জন্যে সাফা ও মারওয়ায় সায়ী করা।
১০ই যিলহজ্জ্ব
হারাম শরীফে যেয়ে সাফা ও মারওয়ায় হজ্জ্বের সায়ী করা।
১০ই যিলহজ্জ্ব
হারাম শরীফ থেকে ফিরে এসে মিনায় "আইয়ামে তাশরীক" অর্থাৎ ১১,১২ ও ১৩ তারিখ মোট ৩দিন রাত্রে অবস্থান করতে হবে।
১১ই যিলহজ্জ্ব
এই দিন সূর্য গড়ার পরে ছোট, মধ্যম ও বড় প্রত্যেক জামেরাতে (শয়তানকে) ৭টা করে পাথর মারতে হবে।
১২ই যিলহজ্জ্ব
এই দিনেও একই ভাবে সূর্য গড়ার পরে ছোট, মধ্যম ও বড় প্রত্যেক জামেরাতে (শয়তানকে) ৭টা করে পাথর মারতে হবে।
তা'জীল (তাড়াতাড়ি করা)
যিনি ১২ই জিলহজ্জ্ব জামেরাত গুলিতে পাথর মারার পরে তাড়াতাড়ি মিনা ময়দান ছেড়ে চলে আসতে চান, তিনি ১২ তারিখে পাথর মারার পরে ঐদিনে মাগরিবের পূর্বেই মিনা ময়দান ছেড়ে চলে আসবেন।
তাখীর (দেরী করা) ১৩ই জিলহজ্জ্ব
যারা ১৩ তারিখেও মিনা ময়দানে থাকতে ইচ্ছা করে, তারা ১১ ও ১২ তারিখের ন্যায় ১৩ তারিখেও সূর্য গড়ার পরে ছোট, মধ্যম ও বড় প্রত্যেক জামেরাতে (শয়তানকে) ৭টা করে পাথর মেরে "মিনা ময়দান" ছেড়ে চলে আসবে।
সকল হাজী সাহেবদের-কে বিদায়ী তাওয়াফ করে নিজ নিজ গন্তব্য স্থলের দিকে রওয়ানা করতে হবে।